নগর সংবাদ

নগর সংবাদ

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট
এলজিইডির একটি
ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ ৯ ঃ সংখ্যা ৩১
জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩

www.lged.gov.bd

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- শ্রেষ্ঠ ৩ আত্মনির্ভরশীল নারীর অভিজ্ঞতা বিনিময়
- এগিয়ে চলেছে খাগড়াছড়ি পৌরসভা
- কুষ্টিয়া পৌরসভায় নারী কর্নার চালু
- বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস্ ফাউন্ডেশন প্রতিনিধি দলের কুষ্টিয়া পৌরসভার কো-কম্পোস্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শন
- রূপকল্প-২০২১ শতভাগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডি অঙ্গীকারবদ্ধ
- ধনবাড়ী পৌরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী চালু
- এগিয়ে চলেছে নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ
- কুষ্টিয়া পৌরসভায় ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন
- এশিয়ান মেয়রস্ ফোরামের তৃতীয় সাধারণ সভায় মাদারীপুর পৌর মেয়রের যোগদান
- শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের জন্য নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্র প্রয়োজনঃ প্রধানমন্ত্রী
- সুইডেন ও ডেনমার্ক প্রতিনিধি দলের ইউপিপিআর প্রকল্প পরিদর্শন
- হাতিরঝিল-বেগুনবাড়ী প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

রাজধানীকে যানজটমুক্ত নগর হিসেবে গড়ে তোলা হবে

- মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে এবং এজন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, রাজধানীর যানজট নিরসনে ১৯৯৯ সালে অবকাঠামো সেবার সম্প্রসারণের পরামর্শ দেয় ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি। এর মধ্যে বেশকিছু ফ্লাইওভার, ইন্টারচেঞ্জ, আন্ডারপাস নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এছাড়া রাজধানীর গণপরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের প্রস্তাবও করা হয়। সে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে কুয়েত ফাণ্ডের অর্থায়নে প্রকল্পের বিস্তারিত প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মগবাজার- মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ সম্পন্ন হলে সাতরাস্তা, এফডিসির মোড়, মগবাজার, মৌচাক, মালিবাগ, রামপুরা, চৌধুরীপাড়া, রমনা থানা পয়েন্টের যানজট নিরসন সম্ভব হবে। বর্তমান সরকারের সময়ে জনসেবা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১১টি বড় সেতু ও বেশ কয়েকটি ফ্লাইওভার, ১৯ হাজার ২৫০ কিলোমিটার সড়ক, ৩১ কিলোমিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, গুলিস্তান যাত্রাবাড়ী, মিরপুর-এয়ারপোর্ট ও কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ সম্পন্ন হলে ঢাকার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হবে। ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেলের কাজ শুরুর প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলেছে উল্লেখ করে তিনি জানান যে, শীঘ্রই এসব প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

৭৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে চারলেন বিশিষ্ট মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভারের মোট দৈর্ঘ্য ৮.২৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৩৭৫ কোটি টাকা সৌদি ফাণ্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এবং ১৯৬ কোটি টাকা ওপেক ফাণ্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে। অবশিষ্ট ২০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ব্যয় করা হবে। ভারতের সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এবং বাংলাদেশের নাভানার যৌথ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান সিমপ্লেক্স নাভানা জেভিসহ চায়না প্রতিষ্ঠান দি নম্বর ফোর মেটালারজিকাল কনস্ট্রাকশন কোম্পানি অব চায়না এমসিসিসি (নং-৪)-এসইএল-ইউডিসি জেভি

পাতা ২

সম্পাদকীয়

নারী দিবসের চেতনা হোক বৈষম্যহীন চলার পথের অঙ্গিকার

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য 'নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গিকার'। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষরে নারী বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ডকে মূল ধারায় নেয়ার মাধ্যমে নারীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং মর্যাদার বিষয়টি স্থান পেয়েছে। বর্তমান সরকার নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভিশন ২০২১ এর নীতিতে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলস্রোতে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করে নারীর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, জেন্ডার সমতা অর্জন করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

দেশে কন্যা শিশু ও কিশোরীদের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছে। জাতীয় শিশুনীতি ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে সরকার মেয়ে-শিশুদের ব্যাপারে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ প্রণীত হয়েছে। সংসদে নারী আসন ৫০টিতে উন্নীত করাসহ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ পূর্ণবেতনে ৬ মাসে বর্ধিত করা হয়েছে। নারীরা আমাদের সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ। অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আজকের নারীদের যেন অতীতের নারীদের মতো বিড়ম্বনায় পড়তে না হয় সেজন্য এখন থেকেই তাদেরকে প্রচলিত সকল প্রকার বৈষম্য মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ইতোমধ্যে নারী ও পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশে বেশকিছু লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নারীশিক্ষার হার ব্যাপক বৃদ্ধি, শ্রম বাজারে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, শহরে ও গ্রামে নারী উদ্যোক্তাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি, স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন পদে নারীদের উপস্থিতি, সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন পদে নারীদের নিযুক্তি এবং গৃহস্থালি কাজে পুরুষের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জেন্ডার সমতা অর্জনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জেন্ডার বিষয়কে সম্পৃক্ত করে আসছে। এ অধিদপ্তর জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে "জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম" গঠন করে, জেন্ডার ফোরামের উদ্যোগে এলজিইডিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ ক. জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করা, খ. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনাকে সময়োপযোগী করা, গ. এলজিইডির ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করা, ঘ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা, ঙ. এলজিইডির জেন্ডার কার্যক্রমের উপর প্রকাশনা তৈরী করা, চ. এলজিইডির সকল প্রকল্পের সাথে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা, ছ. জেন্ডার সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরী করা, জ. সামাজিক নিরাপত্তায় জেন্ডার সংক্রান্ত পোস্টার তৈরী এবং প্রচার করা, ঝ. আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন একটি অন্যতম পদক্ষেপ।

এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার সাথে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করে তার বাস্তবায়ন,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে এলজিইডিতে জেন্ডার বিষয়ে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আশানুরূপ পরিবর্তন আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ■

রাজধানীকে যানজটমুক্ত নগর হিসেবে গড়ে তোলা হবে
১ম পাতার পর

ফ্লাইওভারটি নির্মাণে ঠিকাদার হিসেবে কাজ করবে। এটি সাতরাস্তা মোড়, এফডিসি মোড়, মগবাজার মোড়, মৌচাক মোড়, শান্তিনগর মোড়, মালিবাগ মোড়, চৌধুরীপাড়া মোড় ও রমনা থানা মোড়সহ ৮টি এবং মগবাজার-মালিবাগসহ ২টি রেলক্রসিং অতিক্রম করবে। চারলেন বিশিষ্ট এ ফ্লাইওভারে ওঠানামার জন্য ১৫টি র‍্যাম থাকবে। এছাড়া তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা, এফডিসি, মগবাজার হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, বাংলামোটর, মগবাজার, মালিবাগ, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং শান্তিনগর মোড়ে ওঠা-নামার ব্যবস্থা থাকবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে অত্র এলাকার যানজট নিরসন হবে। এটি সরকারি অর্থায়নে সবচেয়ে বড় ফ্লাইওভার এবং এর উপর দিয়ে যান চলাচলে কোন প্রকার টোল দিতে হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি, সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি, রাশেদ খান মেনন, এমপি, আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এবং সৌদি রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ বিন নাসের আল-বুশাইরি বক্তব্য রাখেন। ■

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় অভিজ্ঞতা বিনিময় করছেন এলজিইডি কর্তৃক ঘোষিত শ্রেষ্ঠ ৩ আত্মনির্ভরশীল নারী।

শ্রেষ্ঠ ৩ আত্মনির্ভরশীল নারীর অভিজ্ঞতা বিনিময়

গত ২৭ মার্চ ২০১৩ এলজিইডি আয়োজিত বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় এলজিইডি কর্তৃক ঘোষিত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে ইফাদ সহায়তাপুষ্ট কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের কর্মী জাহেদা বেগম, পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে এডিবি সহায়তাপুষ্ট দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের সদস্য রূপা বানু, নগর উন্নয়ন সেক্টরে এডিবি সহায়তাপুষ্ট সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রকল্পের কর্মী শিউলী আক্তার সাফল্যের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। উল্লেখ্য, এই ৩জন নারীর সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের উদ্যোগে জীবনমান উন্নয়নে অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভারতের ব্যাঙ্গালোরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শনে পাঠানো হবে। ■

কুষ্টিয়া পৌরসভায় নারী কর্নার চালু

বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি, কেএফডব্লিউ ও জিআইজেড সাহায্যপুষ্ট দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতাধীন কুষ্টিয়া পৌরসভার জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ থেকে চালু হলো নারী কর্নার। পৌরসভা ভবনে এ কর্নারের শুভ উদ্বোধন করেন, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব আনোয়ার আলী। উদ্বোধন কালে মেয়র জানান, এখন থেকে কুষ্টিয়া পৌরবাসী নারীদের উন্নত পৌর সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই নারী কর্নার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ■

নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্র প্রয়োজনঃ প্রধানমন্ত্রী

৭ম পাতার পর

দু'দিন ব্যাপী এ সম্মেলনের সাফল্য কামনার পাশাপাশি তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এই সম্মেলন নাগরিক সেবার যথাযথ ও কার্যকর উপায় উদ্ভাবন ও দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ 'স্টার পারফরমার' হিসেবে বিবেচিত হবে। মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি অ্যাডভোকেট আজমত উল্লাহ্ খান এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত এজভেন্ট অলিং, ভারতের অল ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ অব লোকাল সেক্ট গভর্ণমেন্টের প্রেসিডেন্ট ড. জতিন ভি মোদি, ইউনিয়ন পরিষদ ফোরামের সভাপতি মাহবুবুর রহমান টুলু ও মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের মহাসচিব শামীম আল রাজিব বক্তব্য রাখেন। ■

খাগড়াছড়ি পৌরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর মেলায় এক পৌরবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৌরকর তুলে দিচ্ছেন মেয়র জনাব রফিকুল আলমের হাতে।

এগিয়ে চলেছে খাগড়াছড়ি পৌরসভা

বাংলাদেশে নগরায়ণ একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ, অপরদিকে সম্ভাবনাময়। অবকাঠামোর ঘাটতি, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, দুর্বল ভূমি ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ ও অর্থের অভাব, অপর্যাপ্ত সমন্বয়, দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য সরকার পরিকল্পিত নগরায়ণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। গ্রহণ করেছে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী।

সংগঠিত জনগোষ্ঠীর (কমিউনিটি) অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে নগর সুশাসন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণসহ পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৌরবাসীর কাংখিত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও জিআইজেড সহায়তাপুষ্ট দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প তেমনি একটি সমন্বিত উদ্যোগ।

সম্প্রতি খাগড়াছড়ি পৌরসভার উদ্যোগে এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কিছু উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাফল্য খাগড়াছড়ি পৌরবাসীকে পরিকল্পিত নগরায়ণ ও সুশাসনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি অত্যন্ত দুর্গম একটি অঞ্চল। নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং পর্যটন নগরী হিসেবে পরিচিত হলেও এ জনপদের পৌরবাসীর জীবনে লাগেনি তেমন কোনো উন্নয়নের ছোঁয়া। এখানকার অধিবাসীরা নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বরাবরই পিছিয়ে। যে কারণে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গড়ে ওঠেনি কোনো সু অভ্যাস।

বর্তমানে পৌরসভাটি দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের তৃতীয় ধাপে অন্তর্ভুক্তির মধ্যদিয়ে শুরু করে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি। যার ফল স্বরূপ বদলে যেতে থাকে এলাকার দৃশ্যপট। সম্প্রতি খাগড়াছড়ি পৌরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো কর মেলা।

মুলত পৌরকর পরিশোধে পৌরবাসীকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পৌরকর প্রদানের প্রয়োজনীয়তা মেলার মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। ফলশ্রুতিতে পৌরবাসীর মধ্যে কর পরিশোধ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া পাহাড় অধ্যুসিত এই খাগড়াছড়ি পৌরবাসীর অতি দরিদ্র পরিবার সমূহের মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সংস্থানের সুযোগ খুব সীমিত।

অনেক দুর্গম পাহাড়ী পথ পেরিয়ে এই পরিবারগুলোকে পানি সংগ্রহ করতে হয়, যে কারণে এখানে বসবাসরত অধিকাংশ পরিবারে সুপেয় পানি পানের অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। অতি দরিদ্র এই পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মাঝে সুপেয় পানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি পৌরসভা কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করে। ফলে এখানে বসবাসরত পরিবারসমূহ এখন বিশুদ্ধ পানি পান করার সুযোগ পাচ্ছে। সেই সাথে গড়ে উঠছে বিশুদ্ধ পানি পানের অভ্যাস।

এছাড়াও পৌরসভার উদ্যোগে চালু হয়েছে ফর্মালিনমুক্ত বাজার যা পৌরবাসীকে বিষমুক্ত খাবারের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের লক্ষ্যে প্রবর্তন করেছে মাংসমুক্ত দিবস। অন্যদিকে দরিদ্র পৌরবাসীর মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের প্রবণতাও কম। পৌরসভা স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতিকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় এ পর্যন্ত ৩০টি পরিবারকে ৪টি রিং স্লাব হস্তান্তরের মধ্যদিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উদ্যোগী করে তুলেছে।

ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত এসব কর্মকাণ্ড জনমনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে যা খাগড়াছড়ি পৌরবাসীর উত্তরোত্তর উন্নয়নসহ পরিকল্পিত নগরায়ণ ও সুশাসনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ■

কুষ্টিয়ার বাড়াদীতে কো-কম্পোস্ট প্ল্যান্টে ভ্যাকু ট্যাগ এর মাধ্যমে নগরীর সেপ্টিক ট্যাংক বা পিট ল্যাট্রিন হতে আবর্জনা, মল সাকশনের মাধ্যমে অপসারণ করে ল্যান্ডফিলে নির্মিত স্লাজ ড্রাইং বেড এর মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করা হয়।

বিল এন্ড মেলিন্ডা গেট্স ফাউণ্ডেশন প্রতিনিধি দলের কুষ্টিয়া পৌরসভার কো-কম্পোস্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শন

গৃহস্থালি কঠিন বর্জ্য ও মানুষের বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা বর্তমানে নাগরিক জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা। কঠিন বর্জ্যের অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার কারণে প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে শহরের পরিবেশ, যা জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। দুর্যোগ মোকাবেলা ও পরিবেশের উন্নয়ন ঘটিয়ে নগরকে বসবাসযোগ্য করে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। তাই নগর উন্নয়নের প্রায় সকল প্রকল্পে কঠিন বর্জ্যব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। নিরাপদ বসবাসযোগ্য নগর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এলজিইডির অধীন সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রকল্পের মাধ্যমে কুষ্টিয়া পৌরসভার বাড়াদী এলাকায় পৌর কঠিন বর্জ্যব্যবস্থাপনার জন্য ল্যান্ডফিল উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এই কার্যক্রমের আওতায় ল্যান্ডফিলের জন্য জমি ক্রয়, বর্জ্য পরিবহনের সুবিধার্থে সৌর বিদ্যুৎসহ চারপাশে ডাইক নির্মাণ, ল্যান্ডফিল সাইট অফিস, প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত ভাকু ট্যাগ, গার্বেজ ট্রাকসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের জন্য শেড, কম্পোস্ট প্ল্যান্ট স্লাজ ট্রিটমেন্ট বেড ইত্যাদি সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে।

পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্যব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সেপ্টিক ট্যাংক এবং পিট ল্যাট্রিনের অব্যবস্থাপনার কারণে নগরীতে সৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রোধকল্পে প্রকল্প হতে ভ্যাকু ট্যাগ যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ স্লাজ ড্রাইবেড নির্মাণ করা হয়। ভ্যাকু ট্যাগ এর মাধ্যমে নগরীর সেপ্টিক ট্যাংক বা পিট ল্যাট্রিন হতে আবর্জনা, মল সাকশনের মাধ্যমে অপসারণ করে ল্যান্ডফিলে নির্মিত স্লাজ ড্রাইং বেড এর মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করা হয়। এই ট্রিটমেন্ট এর মাধ্যমে নর্দমার আবর্জনার কঠিন অংশ কম্পোস্ট প্ল্যান্টে কঠিন বর্জ্য হতে উৎপাদিত জৈব সারের সাথে মিশ্রিত করা হয় আর জলীয় অংশ কো-কোপিট এর মাধ্যমে পুণরায় পরিশোধিত হয় এবং কৃষি জমিতে ব্যবহারযোগ্য পানিতে রূপান্তরিত হয়। কুষ্টিয়ার বাড়াদী ল্যান্ডফিলে ওয়াস্ট কনসার্ন, বাংলাদেশ এর কারিগরি পরামর্শে ইউএনইএসসিএপি এর সহায়তায় কো-কম্পোস্টিং এবং কো-কোপিট কাজটি কুষ্টিয়া পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। *৬ষ্ঠ পাতায়*

রূপকল্প-২০২১ শতভাগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডি অঙ্গীকারবদ্ধ

- এলজিইডি আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তাগণ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩ উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতায় গত ২৭ মার্চ ২০১৩, ঢাকায় এলজিইডি ভবনে আয়োজিত "নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার" শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তাগণ মহাজোট সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ শতভাগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডির অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করেন।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব বলেন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দুঃস্থ নারীদের সংগঠিত করে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে এলজিইডি নারীর জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, এলজিইডির কার্যক্রমে জেন্ডার সংশ্লিষ্টতা প্রশংসার দাবীদার।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আরও বলেন, জাতীয় জীবনে নারীর মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু আন্তর্জাতিক নীতি ও সনদে স্বাক্ষর করেছে। ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের ঘোষণানুযায়ী বাংলাদেশে জাতীয় নারী নীতি ঘোষণা করা হয়। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রণীত রূপকল্প-২০২১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার- *৫ম পাতায়*

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। অন্যান্যদের মধ্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সদস্য-সচিব সৈয়দা আসমা খাতুন প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

ধনবাড়ী পৌরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী চালু

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ধনবাড়ী পৌরসভার আয়োজনে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচীর উদ্বোধনী দিনে সেবা নিতে আসা রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ধনবাড়ী পৌরসভার আয়োজনে এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প-২ এর সহযোগিতায় একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। পৌরবাসীর উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধনবাড়ী পৌরসভা এই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। দিনব্যাপি কর্মসূচীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাঃ শোহেদা খাতুন এর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল স্থানীয়দের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা সেবা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

এসময়ে ধনবাড়ী পৌরসভার মেয়র জনাব খন্দকার মনজুরুল ইসলাম তপন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলরগণ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী দিনে পৌর এলাকার প্রায় শতাধিক রোগী এই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা সহায়তা গ্রহণ করে। এছাড়া পৌরসভার উদ্যোগে ওয়ার্ড পর্যায়ে সেবা কেন্দ্র থেকে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ■

নরসুন্দা নদী পুনর্খনন এর চলমান কাজ।

এগিয়ে চলেছে নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় গত ডিসেম্বর ২০১২ শুরু হয় নরসুন্দা নদী পুনর্খননের কাজ। বর্তমানে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ যথাক্রমেঃ নদী পুনর্খনন, দৃষ্টিনন্দন ব্রীজ নির্মাণ, নদীর পাড়ে রাস্তা, ফুটপাথ, পার্ক ও ঘাট নির্মাণ। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে এবং জনগণের জন্য বিনোদনের ক্ষেত্র সৃষ্টির পাশাপাশি শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। ■

'রূপকল্প-২০২১ শতভাগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডি অঙ্গীকারাবদ্ধ'

৪র্থ পাতার পর

সমতা বিষয়ক ইস্যুসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। সর্বোপরি, বর্তমান সরকারের উদ্যোগে নবম জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে "পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা) আইন-২০১০"।

সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করার অঙ্গিকার রয়েছে। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা প্রদত্ত নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গিকার নারীর ক্ষমতায়ন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার মহাজোট সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ শতভাগ বাস্তবায়ন করার দৃঢ় প্রত্যয়ে নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সদস্য-সচিব সৈয়দা আসমা খাতুন স্বাগত ভাষণ ও মূল প্রতিপাদ্যের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

অনুষ্ঠানে এলজিইডির পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্র পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে অংশগ্রহণকারী ৯জন শ্রেষ্ঠ সফল নারীকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, যাদেরকে আগামীতে এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নারীরা হলেন- জাহেদা বেগম, সন্ধ্যারানী, কাজী শারমিন, রূপা বানু, রানু বেগম, তানজিলা খাতুন, শিউলী আখতার, সোনিয়া বেগম ও নার্গিস। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সফল নারীদের মধ্যে তিনজন তাদের সংগ্রামী জীবনে সাফল্য অর্জনের কথা ব্যক্ত করেন। ■

কুষ্টিয়া পৌর ভবনের শীর্ষে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে পৌরসেবার তথ্য সার্বক্ষণিকভাবে প্রদর্শন।

কুষ্টিয়া পৌরসভায় ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে কুষ্টিয়া পৌরসভার চলমান সেবাসমূহ সম্পর্কে পৌরবাসীকে অবগত করার উদ্দেশ্যে পৌরসভা ভবন শীর্ষে একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়। কুষ্টিয়া পৌরবাসী এখন থেকে পৌরসেবা সংশ্লিষ্ট জরুরী বিজ্ঞপ্তিসহ সকল ধরণের তথ্য সার্বক্ষণিকভাবে এই বোর্ডে দেখতে পাবে।

বিশেষ সফ্টওয়্যারে পরিচালিত এই ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স বিল ও পানির বিল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নির্দেশনা, স্বাস্থ্যসেবার মৌলিক তথ্যসমূহ, অবৈধ স্থাপনা বিষয়ক বিধি-নিষেধ, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ সম্পর্কে পৌরবাসীকে অবহিতকরণসহ পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবার মূল্য সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত হবে। ■

ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান মেয়রস্ ফোরামের তৃতীয় সাধারণ সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন মাদারীপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ খালিদ হোসেন ইয়াদ।

এশিয়ান মেয়রস্ ফোরামের তৃতীয় সাধারণ সভায় মাদারীপুর পৌর মেয়রের যোগদান

সম্প্রতি ব্যাংকক এ অনুষ্ঠিত হয়েছে এশিয়ান মেয়রস্ ফোরামের তৃতীয় সাধারণ সভা। উক্ত সভায় বাংলাদেশ থেকে মাদারীপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ খালিদ হেসেন ইয়াদ দু'জন কাউন্সিলরসহ যোগদান করেন। সভায় বক্তৃতাকালে মোঃ ইয়াদ বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল শহীদদের আত্মত্যাগের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেন।

এছাড়া তিনি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আরো শক্তিশালীকরণে সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান। উল্লেখ্য এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো লোকাল গাভ্যার্ন্যান্স আরবান ইনিশিয়েটিভস্ ফর প্রোগ্রেসেস এন্ড জাস্টিস।■

বিল এন্ড মেলিন্ডা গেট্স

৪র্থ পাতার পর

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ বিল এন্ড মেলিন্ডা গেট্স ফাউন্ডেশনের ওয়াটার স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার রোশান শ্রেষ্ঠা, এস. এন. ভি. নেদারল্যান্ডস্ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর সিনিয়র এ্যাডভাইজার এন্ড রিজিওনাল রিনিওয়াবল এনার্জি নেটওয়ার্ক লিডার (এশিয়া) রাজিভ মুনানকামী, কুষ্টিয়া পৌরসভার বাড়াদীস্থ ল্যান্ডফিল এরিয়াতে কো-কম্পোস্টিং ও কো-কোপিট কার্যক্রম পরিদর্শন এবং কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এসময়ে কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব আনোয়ার আলী জানান, কুষ্টিয়া শহরের মধ্যে থেকে সেপ্টিক ট্যাংকের ময়লা ও বাড়ির রান্না ঘরের ময়লা-আর্বজনা সঠিকভাবে সংগ্রহ করে উন্নতমানের জৈবসার উৎপাদন করা হচ্ছে। বাড়াদীস্থ ল্যান্ডফিল এরিয়াতে ইতোপূর্বে এডিবির সহায়তায় সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেক্শন (ফেজ-২) প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যান্ডফিল উন্নয়নের জন্য জমি ক্রয়, কম্পোস্ট প্ল্যান্ট, স্লাজ ড্রাইং বেডসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও ইউএনইএসসিএপি একটি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এবারে স্লাজ ড্রাইং বেডের সাথে যুক্ত হয়েছে কোকো পিট ফিল্টার, যাদের সমন্বিত ব্যবহারিক প্রয়োগে সেপ্টিক ট্যাংক ও পিট ল্যাট্রিনের বর্জ্য পরিশোধন করে জৈব সার উৎপাদন করা হবে এবং পরিশোধিত পানি কৃষি কাজে ব্যবহার করা যাবে। সফররত প্রতিনিধি দলের সমন্বয়ক রোশান শ্রেষ্ঠা সুষ্ঠু, পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কুষ্টিয়া পৌরসভার বাড়াদীস্থ কম্পোস্ট প্ল্যান্ট ও মলমূত্র পরিশোধন প্ল্যান্টের (কো-কম্পোস্ট) অভিনব এই কার্যক্রমের সফলতা আশা করেন। তিনি কার্যক্রমকে আরো সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিতে কুষ্টিয়া পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা দানের আশ্বাস প্রদান করেন। ■

গত ১৮ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম আয়োজিত সম্মেলন ২০১৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের জন্য নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্র প্রয়োজনঃ প্রধানমন্ত্রী

গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে- কেন্দ্রীয় সরকারকে নীতি প্রণয়ন,তদারকি ও বাজেট প্রণয়নে সম্পৃক্ত রাখা। অপরদিকে সব ধরণের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করবে স্থানীয় সরকার। এ জন্য প্রয়োজন স্থায়ী ধারার গণতন্ত্রের। আর নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্র ছাড়া শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। গত ১৮ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম আয়োজিত সম্মেলন ২০১৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার পর দেশে গণতন্ত্র বার বার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৭৫সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসন বা সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ শাসন করায় স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। প্রধানমন্ত্রী জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, বিগত চার বছরে জাতীয় সংসদ উপ নির্বাচনসহ অনেকগুলো সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী এবং দক্ষতাবৃদ্ধি ও আর্থিক ক্ষমতায়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার কারণে এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের সামর্থ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণমূলক নীতি অনুসরণ করায় জনগণ কার্যকর সেবা লাভ করছে। উপজেলা, জেলা পরিষদ এবং সিটি করপোরেশন এর উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরও বেশী জনকল্যাণমূলক,দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বেশ কিছু সরকারী পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন।

৩য় পাতায়

সুইডেন ও ডেনমার্ক প্রতিনিধি দলের ইউপিপিআর প্রকল্প পরিদর্শন

গত ২২ জানুয়ারী ২০১৩ সুইডেন ও ডেনমার্কের প্রাক্তন মন্ত্রী ও সংসদসদস্যদের এক প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রীয় সফরে এসে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সফর করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী সফরকারীদলের নেতৃত্ব দেন। এসময়ে তারা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনের অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শন ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পাঁচজন মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র জনাব আজমল আহমেদ তপন। বক্তারা এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়নাধীন ইউপিপিআর প্রকল্পের প্রশংসা করে এই প্রকল্পের মাধ্যমে শহর অঞ্চলের দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও তাদের বসতি এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রম চলমান রাখার অনুরোধ জানান। একইসাথে এই ধরণের সফল প্রকল্পে ইউএনডিপিসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সভায় বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি, বাগেরহাট ৩, ননী গোপাল সরকার, এমপি, খুলনা ১, নজরুল ইসলাম মনজু, এমপি, খুলনা ২, নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এমপি, খুলনা ৫, সোহরাব আলী সানা, এমপি, খুলনা ৬ অংশগ্রহণ করেন। সফরকারীদের মধ্যে ডেনমার্ক থেকে আগত সাবেক মন্ত্রী ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুখপাত্র ইউরোপ, ইকোয়ালিটি ও ফরেন এ্যাফেয়ারস্ কমিটি'র সদস্য লিকে ফ্রিস, সুইডেনের মাননীয় এমপি উলরাইকা সোফিয়া কার্লসন, সুইডেন পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি কার্সটিন লিসবেথ এ্যানজেল, ইউএন রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর মিঃ নিল ওয়াকার, এসিডি ইউএনডিপি, মিঃ মোর্শেদসহ বাংলাদেশ সরকারের সরকারী বেসরকারী পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইউপিপিআর প্রকল্পের মতবিনিময় সভায় নরডিক পার্লামেন্টারীয়ান, ইউএন আবাসিক সমন্বয়কারীসহ খুলনা অঞ্চলের পাঁচজন মাননীয় সংসদ সদস্য।

গত ২ জানুয়ারী ২০১৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাতিরঝিল-বেগুনবাড়ী প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন।

হাতিরঝিল-বেগুনবাড়ী প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ জানুয়ারি ২০১৩ হাতিরঝিল বেগুনবাড়ী প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। এর ফলে নগরীর পরিবেশ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বৃষ্টি ও বন্যাজনিত পানি ধারণ, পানি নিস্কাশন ও নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির সমন্বিত এ প্রকল্পটি সবার জন্য উন্মুক্ত হলো।

প্রকল্পটিতে মোট ৮.৮০কিলোমিটার সার্ভিস রোড, ৯কিলোমিটার ফুটপাত, ৮কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে, চারটি সেতু, তিনটি ভায়াডাক্ট ও চারটি ওভারপাসসহ ৩টি ঘাট, ওয়াটার ট্যাক্সি টারমিনাল, এমপি-থিয়েটার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি রাজধানীবাসীর জন্য তাঁর সরকারের নববর্ষের উপহার। লেকের গুলশান পয়েন্টে এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার বুড়িগঙ্গার তীরে তিলতিল করে গড়ে ওঠা ঢাকা মহানগরীর হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি বলেন, আমি আশা করি সম্মিলিত প্রয়াস ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা ঢাকা মহানগরীকে আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করতে সক্ষম হবো।

৩০২ একর জমির ওপর ১৯৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ প্রকল্প কারওয়ান বাজারের সোনারগাঁও হোটেল থেকে বেগুনবাড়ী, মগবাজার, গুলশান হয়ে রামপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর চারপাশে তৈরি করা হয়েছে যানবাহন চলাচলের জন্য এক্সপ্রেস রোড। এছাড়া আরও রয়েছে সার্ভিস রোড। দুইপাশে যোগাযোগ সহজ করার জন্য চারটি ব্রীজ। পথচারীদের চলাচলের জন্য ৯কিলোমিটার ফুটপাত, লেকসাইডে প্রায় ১০কিলোমিটার ওয়াকওয়ে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মগবাজার, মধুবাগ, উলন, রামপুরা, মেরুল বাড্ডা, প্রগতি সরণি, গুলশান তেজগাঁও এলাকার যানজট অনেকটা নিরসন হবে। হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে রামপুরা, বাড্ডা ও কারওয়ান বাজারসহ রাজধানীর পূর্ব-পশ্চিমের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

রাজউক, সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর, ঢাকা ওয়াসা ও এলজিইডির যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি দৃষ্টি নন্দিত হওয়ায় প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড় জমতে শুরু করেছে। ঢাকা শহরের এ প্রকল্পে প্রথমবারের মতো স্ট্রিট লাইট হিসেবে এলইডি বাল্ব ব্যবহার করা হয়েছে। যা একদিকে যেমন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, অপরদিকে এই বাল্বের আলোর স্নিগ্ধতা মানুষ উপভোগ করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান কামাল, এমপি, মোঃ রহমত উল্লাহ, এমপি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন অধিদপ্তরের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।■

হাতিরঝিল- বেগুনবাড়ী প্রকল্পের একটি দৃষ্টি নন্দন ব্রীজ, এখন রাজধানীবাসীর চিত্তাকর্ষণের নতুন মাত্রা।

সম্পাদক : মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক, ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল – ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮৮-০২-৮১৫৯৩৭৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১২০৪৭৬, ই-মেইলঃ se.urban@lged.gov.bd, সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত